প্রথম আলো

31 MAY 2017

শিক্ষার্থীদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ কেন?

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নাসিম আখতার হোসাইন, আনু মুহাম্মদ, রায়হান রাইন, সাঈদ ফেরদৌস, শরমিন্দ নীলোর্মি, মানস চৌধুরী, মির্জা তাসলিমা সুলতানা, রায়হান শরীফ, সাহিদ সুমন, হিমেল বরকত, নাসরিন খন্দকার, স্বাধীন সেন, সায়েমা খাতুন, মাহমুদুল সুমন ও পারভীন জলী

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায় শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আমরা শিক্ষকেরাও বিচলিত ও ক্ষুব্ধ। এ বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা সড়কের মৃত্যুফাঁদে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ কতজন প্রাণ হারিয়েছেন, তার খোঁজ পত্রপত্রিকা ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় নিজ উদ্যোগে ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ করেছিল দুটি, কিছু স্পিডব্রেকারও বানিয়েছিল। কিন্তু ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে, চীনের প্রেসিডেন্টের স্মৃতিসৌধে আসা উপলক্ষে এই স্পিডব্রেকারগুলো রাতারাতি তুলে ফেলা হয়। এরপর সেগুলো আর বসানো হয়নি। এ সময়ের মধ্যে অন্তত পাঁচটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এই অঞ্চলে, যার মধ্যে সর্বশেষ সংযোজন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু। বলাবাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নেওয়া আগের উদ্যোগগুলো দুর্ঘটনা রোধে ছিল অপ্রতুল, তাই দীর্ঘদিন শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের কাছে এই সড়কে সবার নিরাপত্তার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিক দাবি জানিয়ে আসছিল। এক একটি দুর্ঘটনার পর প্রশাসন এসব দাবির মুখে নানা ধরনের আশ্বাস দিয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেলে প্রশাসন সেসব প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছে। এ কারণে এই দফায় শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে অবস্থান ধর্মঘটকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষার্থীদের আবারও আশ্বস্ত করে প্রতিশ্রুতি দিলেও শিক্ষার্থীরা তার তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন চেয়েছে। তারা দাবি বাস্তবায়নে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছে।

উপাচার্য দুবার আন্দোলনকারীদের কাছে যান এবং লিখিত সমঝোতায় স্বাক্ষর করেন। কিন্তু আকস্মিকভাবেই ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে একটি দল তাদের ওপর হামলা করে। তখন আন্দোলনকারীদের মধ্য থেকে একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের বাসভবনের অফিসে যায় প্রতিশ্রুতির দ্রুত বাস্তবায়ন ও হামলাকারীদের শাস্তির দাবিতে। উপাচার্য শাস্তির জন্য সাত দিন সময় চান। আন্দোলনকারীরা সেটা মেনেও নেয়। তখন উপাচার্য তাদের বলেন, ১৫ মিনিটের মধ্যে অবরোধ প্রত্যাহার করা না হলে পুলিশ অ্যাকশন নেবে। সেখানে তখন পুলিশ কর্মকর্তা, ইউএনও এবং প্রক্টরিয়াল বডির কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। বিচলিত হওয়ার মতো ঘটনা এই যে অবরোধ তুলে নেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে প্রতিনিধিরা ডেইরি ফার্ম গেটের কাছে পৌঁছার আগেই পুলিশ আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল ছুড়তে শুরু করে এবং লাঠিপেটা করতে থাকে। এ সময় পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ঢুকেও শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে রাবার বুলেট ছুড়েছে। পুলিশের এই আক্রমণে সাত-আটজন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। কেন বেঁধে দেওয়া সময় পার হওয়ার আগেই পুলিশ আক্রমণ করল—এ কথা জানতে উপাচার্যকে শিক্ষার্থীরা ফোন করলেও তিনি আর ফোন ধরেননি।

পুলিশি হামলার প্রতিবাদ জানাতে এবং কেন তাদের ওপর আক্রমণ করা হলো, তা জানতে উপাচার্যের বাসভবনের প্রধান ফটকে গিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলেও তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা তখন উপাচার্যের বাড়ির চত্বরে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। এ সময় উপাচার্য ভবনে থাকা কোনো কোনো শিক্ষক অশালীন ভাষায় শিক্ষার্থীদের গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ আছে। উল্টো অভিযোগও আছে যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের দিকে কাঁঠালের এঁচোড় ছুড়ে মারেন। একপর্যায়ে ক্যাম্পাসে ও উপাচার্যের বাড়িতে বিপুলসংখ্যক পুলিশ উপস্থিত হয়, তখন উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাড়ির কিছু টব ও জানালার কাচ ভাঙচুর করেন।

এর কিছুক্ষণের মধ্যে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়, যেখানে উপাচার্যের বাসভবনে অবস্থানরত শিক্ষার্থী কর্তৃক কিছু শিক্ষক দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে দাবি করা হয়। যদিও তাঁরা ন্যক্কারজনকভাবে, দুদিন ধরে চলমান ঘটনা, শিক্ষার্থীদের ওপর গুন্ডাপান্ডা ও পুলিশের নির্যাতন প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। ঘটনায় ঘৃতাহুতি দেওয়া হয় মধ্যরাতে ৩১ জন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে এবং ৪২ জনকে উপাচার্যের বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করার মাধ্যমে। পুলিশ মারধর করে তাঁদের গাড়িতে তুলে বিভিন্ন থানার হাজতে নিয়ে যায় এবং পরদিন তাড়াহুড়া করে কোর্টে চালান করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের এই অন্যায়ের প্রতিবাদ এড়াতে রাতেই সিন্ডিকেট ডেকে পরদিন হল খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

> প্রশাসন সাধারণভাবে শিক্ষার্থীদের প্রতি যে বৈরী মনোভাব পোষণ করে, সেটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে পুলিশের বলপ্রয়োগ ও শেষে মধ্যরাতে ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থীর গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে। যাদের মধ্যে ১০ জন নারী শিক্ষার্থীও ছিল

এ ঘটনাবলি বিশ্লেষণে বোঝা যায়, উপাচার্য তথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওপর অনাস্থা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক থেকে তাদের অবস্থান ছাড়তে চেয়েছে। তদুপরি পুলিশ কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ১৫ মিনিটের সময় দেওয়া হলেও কয়েক মিনিটের মাথায় তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। এটা খুব স্পষ্ট যে শিক্ষার্থীদের ওপর আক্রমণের পর দাবি বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশাসনের ওপর অনাস্থা তৈরি হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে আপামর শিক্ষার্থীদের আস্থায় নেওয়ার মতো সব পথই পরিহার করে গেছে। একদিকে তাদের ওপর মাস্তান বাহিনীর খবরদারি, অন্যদিকে শিক্ষার্থীবিরোধী ব্যবস্থার প্রতি প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা। অথচ শিক্ষার্থীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ, তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ নিশ্চিত না করে, কতিপয় পেশিশক্তিধারীর থাবার নিচে অরক্ষিত রেখে কণ্ঠরোধ করার তরিকা সাধারণভাবে কাজে দিলেও নানান সময়ে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

প্রশাসন সাধারণভাবে শিক্ষার্থীদের প্রতি যে বৈরী মনোভাব পোষণ করে, সেটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে পুলিশের বলপ্রয়োগ ও শেষে মধ্যরাতে ব্যাপকসংখ্যক শিক্ষার্থীর গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে। যাঁদের মধ্যে ১০ জন নারী শিক্ষার্থীও ছিলেন। প্রশাসনের জিঘাংসা এসব শিক্ষার্থীর প্রতি এতই বেশি যে গ্রেপ্তারের পর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষকদের একটি অংশ এই মামলা তুলে নেওয়ার পরামর্শ দিলেও সংবাদ সম্মেলন করে উপাচার্য জানিয়েছেন, মামলা প্রত্যাহার করবেন না, কিন্তু শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা দেবেন, যা আমাদের বিবেচনায় একটি স্ববিরোধী অবস্থান।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও তাঁদের পাশে দাঁড়ানো শিক্ষকেরা যেসব দাবি করেছেন তা হলো—বিশ্ববিদ্যালয়ের সব গেটে অতিসত্বর স্থায়ী স্পিডব্রেকার নির্মাণ করা, ডিজিটালি গতিসীমা তদারকির প্রযুক্তি স্থাপন, ফুটওভারব্রিজ বাড়ানো, এমএইচ হল থেকে বিশ মাইল গেট পর্যন্ত সিসি ক্যামেরা স্থাপন, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা বাদ দিয়ে এই সড়কের বাইপাস নির্মাণ, অপরাধী চালককে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনা, শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে করা সব মামলা প্রত্যাহার করা, পুলিশি হামলায় আহত ছাত্রদের সব ব্যয়ভার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহন করা, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর যারা হামলা করেছে, তাদের বিচারের আওতায় আনা, অনতিবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় সচল করে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিস্থিতি নিশ্চিত করা, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রক্টরের ভূমিকা জবাবদিহির মধ্যে আনা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে প্রশাসনের উচিত শিক্ষার্থীদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত আচরণ থেকে সরে আসা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উল্লিখিত দাবিগুলো মেনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি তা করে, তবেই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অচলাবস্থা দূর হতে পারে।

● লেখকগণ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	

স্বাক্ষর